BIDDABARI EDITORIAL

একটি গণজাগরণ : ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন

৫২ এর প্রেক্ষাপটে রচিত জহির রায়হানের বিখ্যাত উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'-এর বিখ্যাত এই লাইনটি আরেকবার বাস্তবে ঘটতে দেখলো বাংলাদেশ। ফাল্গুন নয়, এবার আষাঢ়েই জনতা শতগুণ হয়ে দেখালো এদেশের ছাত্র-জনতা।

বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় ২০২৪ সালের জুলাইয়ের বর্ষা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। বুলেট-বোমার সামনে বাংলাদেশের তরুণদের অদম্য চেতনায় সৃষ্ট অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনের মুখে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের লৌহকঠিন শৃঙ্খল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পরে। সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থার সংস্কারের দাবি থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত গণজাগরণে রূপ নেয়। যা ন্যায়বিচার ও সর্বক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতে গণমানুষের আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায়।

শুরুটা যে কারনে হলো-

২০২৪ সালের ৫ জুন সুপ্রিম কোর্টে ২০১৮ সালে হওয়া সরকারি চাকরিতে কোটা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এই কোটা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কিত ছিল। ছাত্ররা শেষমেশ, "বৈষম্যে বিরোধী ছাত্র আন্দোলন" এর ব্যানারে সংগঠিত হয়ে, মেধাভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার দাবিতে রাস্তায় নামে। তারা যুক্তি দেয় যে কোটা ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে।

তবে, আন্দোলনের আগুনে হাওয়া দিয়ে লেলিহান শিখায় পরিণত করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই, তার অপরিপক্ক, দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য আর অদূরদর্শী সিদ্ধান্তসমূহের দ্বারা। ছাত্রদের ভাষা, তাদের দাবীর গভীরতা না বুঝেই সরকার কঠোরতা অবলম্বন করে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় যেটা হলো তা সরকারেরও কল্পনার বাইরে ছিলো হয়তো। সরকারের কঠোরতায় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য সহযোগী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহিংস দমন-পীড়ন শুরু হয়। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুসারে, "জুলাই গণহত্যা" নামে পরিচিত সেই সময়ে ১৪০০ এর উপরে মানুষ নিহত হয়েছিলো। এই নৃশংসতা কোটা সংস্কার আন্দোলনকে একটি বৃহত্তর অসহযোগ আন্দোলনে রূপান্তরিত করে, যেখানে ছাত্র, শ্রমিক এবং সাধারণ নাগরিকরা একটি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়।

আন্দোলনের দিনলিপি: রক্তাক্ত ৩৬ দিন

বারুদের স্ফুলিঙ্গ মতো যখন ফুঁসে উঠেছিলো ছাত্রসমাজ

২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের একটি রায়ে সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটার বাতিল অবৈধ ঘোষণা করে। এই রায়ের প্রতিবাদে ৬ জুন শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' গঠিত হয়, যারা ২০১৮ সালের কোটা বাতিলের সরকারি প্রজ্ঞাপন পুনর্বহালের দাবি জানায়। জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে যোগ দেয়, যা দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।
৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে, যা শিক্ষার্থীদের ক্ষোভকে আরও উসকে দেয়। ৬ জুলাই শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়, যা ৭ জুলাই থেকে রাজধানীসহ সারা দেশকে অচল করে দেয়। ৯ জুলাই সড়ক ও রেলপথ অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলন তীব্রতর হয়। ১০ জুলাই আপিল বিভাগ চার সপ্তাহের জন্য কোটা পুনর্বহালের ওপর স্থিতাবস্থা জারি করে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এখানে থেমে যায় নি।

স্বৈরাচারের নির্মমতা ও ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ

১৪ জুলাই শেখ হাসিনার "রাজাকার" মন্তব্য আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দেয়। শিক্ষার্থীরা "চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার" স্লোগানে নিজেদের ক্রোধ ঢেলে দেয়। মধ্যরাতে উত্তাল হয় ঢাকার রাস্তা। ১৫ জুলাই থেকে ছাত্রলীগ ও সরকার সমর্থকরা হামলা করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপর। এরমাঝে, ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন, যার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনরোষ তুঙ্গে ওঠে।

১৭ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাদের বিতাড়িত করা হয়। তবে, হল গুলো বন্ধ করে দেয়ায় আন্দোলন ঝিমিয়ে পরার একটা সম্ভাবনা ছিলো।সেসময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্দোলনের নতুন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সবার ধারনারও বাইরে গিয়ে, আন্দোলনের হাল ধরেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অকুতোভয় ছাত্রছাত্রীরা। এই দিন শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে ভাষণে ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান, কিন্তু রাতেই যাত্রাবাড়ীতে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৮-১৯ জুলাই 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিতে সারা দেশে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ১৯ জুলাই একদিনেই ৮৪ জন নিহত হন। সরকার কারফিউ জারি করে, বিজিবি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। ২০ জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট কোটাব্যবস্থা সংস্কার করে ৯৩% মেধাভিত্তিক নিয়োগ এবং ৭% কোটা (মুক্তিযোদ্ধা ৫%, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১%, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ ১%) নির্ধারণ করে। কিন্তু আন্দোলন ততদিনে কোটার দাবি ছাড়িয়ে স্বৈরাচারের পতনের দিকে ধাবিত হয়। ২২ জুলাই প্রজ্ঞাপন জারি হলেও পরিস্থিতি শান্ত হয় না।

দমনের মুখে অটল সংগ্রাম

২৪-২৮ জুলাই সরকারের দমননীতি তীব্র হয়। সমন্বয়কদের ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়, গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ছয় হাজার। ২৬ জুলাই নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে হেফাজতে নেওয়া হয়। ২৮ জুলাই ডিবির চাপে ছয় সমন্বয়ক কর্মসূচি প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দেন, কিন্তু অন্য সমন্বয়করা এটিকে অস্ত্রের মুখে নেওয়া বিবৃতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন।

৩০ জুলাই 'মার্চ ফর জাস্টিস' এবং ১ আগস্ট 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা শহিদদের স্মরণ করে। ১ আগস্ট সমন্বয়কদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ করা হয়। ৩ আগস্ট শহিদ মিনার থেকে সরকারের পদত্যাগের একদফা দাবি উঠে। ৪ আগস্ট 'লংমার্চ টু ঢাকা' ঘোষণা করা হয়।এর মাঝে সেনাবাহিনী যেকোনো পরিস্থিতিতে জনগণের পক্ষে থাকার চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নেয়। যা স্বৈরাচার সরকারের খুঁটির শেষ খুঁটিও নাড়িয়ে দেয়।

বিজয়ের বিকেল

৫ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে লাখো মানুষ গণভবনের দিকে যাত্রা করে। দুপুরে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং অন্তবর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। "কী হয়েছে, কী হয়েছে, শেখ হাসিনা পালাইছে" স্লোগানে রাজপথ উৎসবে মেতে ওঠে। ৩৬ দিনের আন্দোলন, যাকে ছাত্র-জনতা '৩৬ জুলাই' নামে অভিহিত করে, একটি ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটায়।

৬ আগস্ট অরাজকতা ছড়ালেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংসদ বিলুপ্ত করা হয়। ৭ আগস্ট পুলিশ ও প্রশাসনে রদবদল হয়। ৮ আগস্ট ড. ইউনূস দেশে ফিরে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন।

চ্যালেঞ্জ এবং বিতর্ক

স্বৈরাচার সরকারকে উৎখাত করার প্রাথমিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত হলেও, দীর্ঘমেয়াদী পথ চলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংকটের মুখোমুখি হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আওয়ামী লীগ এই সরকারকে "অসাংবিধানিক" এবং "অবৈধ" হিসেবে বিবৃতি দেয়। যদিও ডকট্রিন অব নেসেসিটি একটি বাস্তব সমাধান ছিল, তবে শাসনব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এর সাথে আছে, বিপ্লব পরবর্তী বিশৃঙ্খলা যা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতির ভূমিকা একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর নাম। প্রগতিশীল দেশ গঠনে পরিবর্তনের পথে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী নেতৃত্ব দিয়ে ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে দেখা যায়, জনৈতিক দলগুলোর সাথে তাড়া প্রায়ই সহিংসতায় জড়ায়। যদিও জুলাই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছাত্ররাই ছিলো, তবুও বিপ্লব পরবর্তী নানা গোষ্ঠীর উস্কানিমূলক আচরণ ও স্বেচ্ছাচারিতা এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ বা বিতর্কিত করে।

একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন শুধু একটি রাজনৈতিক বিজয় নয়, এটি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের সাহস, ত্যাগ এবং ঐক্যের প্রমাণ। ৫ আগস্টের পর দেশের বিরুদ্ধে যতবারই ষড়যন্ত্র হয়েছে, তরুণসমাজ ও আম জনতা একাত্ম হয়ে তা বারবার রুখেছে। শত শত শহিদের রক্ত এবং হাজার হাজার আহতের ত্যাগ এই দেশকে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। ২০২৪ সালে, প্রভাবশালী বৃটিশ সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্টের ' কান্ট্রি অব দ্য ইয়ার ২০২৪' খেতাব জিতেছে বাংলাদেশ। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ মুহাম্মদ ইউনূস ফ্যাসিবাদ বিরোধী এই বিপ্লবকে "ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থান" হিসেবে উল্লেখ করেন। ইতিমধ্যে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' নামে একটি নতুন অধিদপ্তরও খোলা হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়' এর অধীনে। তবে, জনতার বিপ্লবে অর্জিত এই বিজয়কে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন স্বচ্ছ গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং তরুণদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকারের সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই হবে এই আন্দোলনের প্রকৃত সাফল্য। শহিদদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হলে এই নতুন সম্ভাবনাকে অবশ্যই জনতার সম্মিলিত ঐক্যে সমুজ্জ্বল রাখতে হবে।

জনমানুষের এই উত্থান ছাত্ররাজনীতি নিয়ে তার প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ছাত্ররা দেশের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে এটা প্রমাণ করতে পারলেও, সরকারকে এখন এমন নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যেখানে ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দলীয় রাজনীতির নোংরা সংস্কৃতির কবর রচনা হবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে চাইলে আন্দোলনের ধরণে আনতে হবে পরিবর্তন। আমাদের এমন একটি দেশ গড়ার প্রত্যয় রাখতে হবে যেখানে স্বৈরাচারের কোনো ছায়াও পড়বে না। আর এভাবেই আমরা শহীদদের আত্মত্যাগের মর্যাদা বাস্তবায়িত করতে পারি।

- বিদ্যাবাড়ি সম্পাদকীয়

সোর্স যাচাই ও বিশ্লেষণ:

এই আর্টিকেলের সব তথ্য নিচের রিপোর্ট ও গবেষণা ভিত্তিক:

১. বিবিসি বাংলা: কোটা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ
লিঙ্ক: https://www.bbc.com/bengali/articles/c51y3z3g8dro

২.উইকিপিডিয়া: ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থান (জুলাই বিপ্লব)
লিঙ্ক: https://bn.wikipedia.org/wiki/ছাত্র–জনতার_অভ্যুত্থান

৩. উইকিপিডিয়া: ২০২৪ সালের বাংলাদেশ কোটা সংস্কার আন্দোলন

৪.প্রথম আলো: কোটা আন্দোলন ২০২৪ সর্বশেষ খবর
লিঙ্ক: https://www.prothomalo.com/topic/কোটা-আন্দোলন